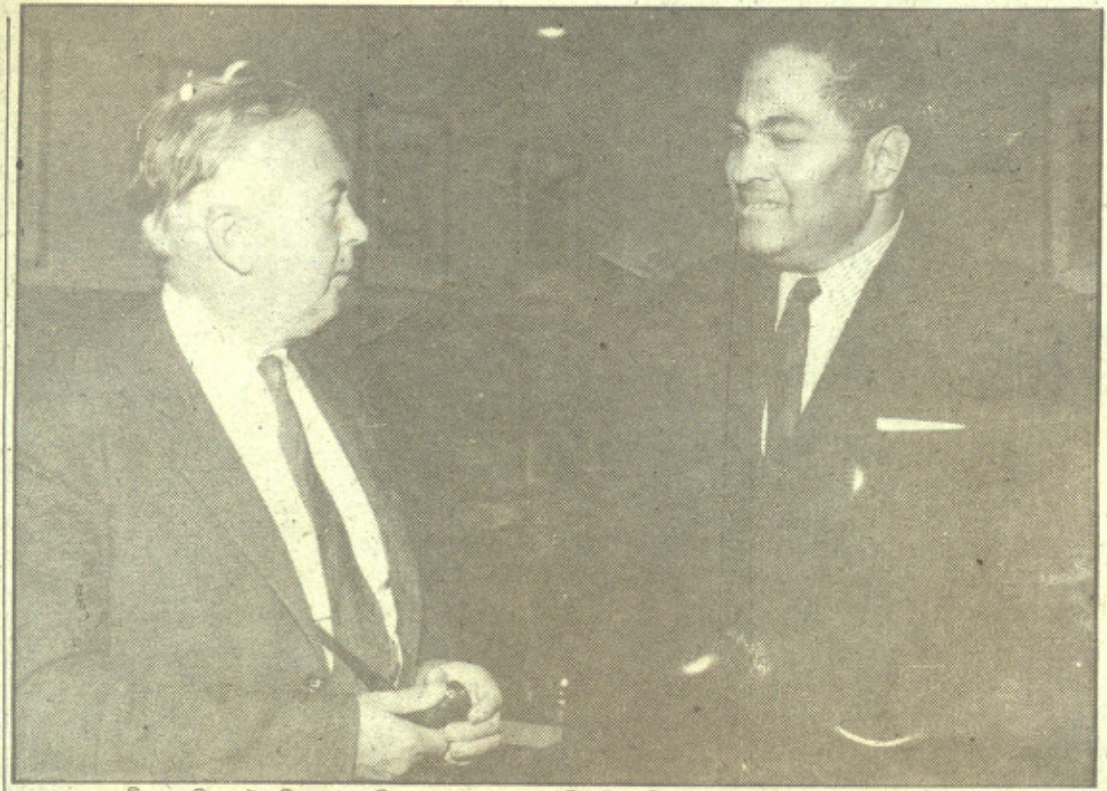

লণ্ডনে তথ্যমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত হিসাবে বৃটেনের তৎকালীন বিরোধী দলের নেতা মিঃ হ্যারল্ড উইলসনের সাথে (২-৯-৬২)

জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী আমার কাছে -একজন সৎ, মহৎ এবং ঈমানী আদর্শ–চেতনায় উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিক নেতা। কায়েদে আজমের দ্বিজাতি তত্ত্বে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন তিনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তিনি। চট্টগ্রাম জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারি হিসেবে সারা জেলায় মুসলিম লীগ সংগঠিত করেন তিনি। পাকিস্তান সৃষ্টির পরও তিনি মুসলিম লীগের প্রতি যথেষ্ট আনুগত্য দেখিয়েছেন।

১৯৪৬ সালে তিনি মুসলিম লীগ থেকে মনোনয়ন পাননি, তবুও মুসলিম লীগের প্রার্থীদের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন। ১৯৫৪ সালেও মুসলিম লীগ তাঁকে মনোনয়ন দেয় নি। তিনি মুসলিম লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েও মুসলিম লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। কিন্তু পরে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী গ্রুপ গঠনে সংকটে পড়লে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে পার্লামেন্টারী গ্রুপ গঠনে সহায়তা করেন।

পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলীর সদস্য থাকাকালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের দাবি– আমার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "ওবা বিলাইত বোজা অইয়্যি, কিন্তু ইন্দুর ধরিত ফারিবুনি"। আমি আমার বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং চার, আর্টিক্যাল ছেচল্লিশ উদ্ধৃত করে বলি, "Where is the Custodian of Lawand order of chittagong Hilltract,. your minister candidate is violating the law and order of the land. আমার একথার পর তাড়াতাড়ি দৌড়ে আসলেন ডিসি। তিনি সংবিধানের কপি খুলে দেখলেন এবং চৌধুরী সাহেবকেও দেখালেন। তারপর চৌধুরী সাহেব বললেন, "আইচ্ছা আঁর বাইয়ে যেত্তে হর, মিটিং ন গইজ্জুম দে আরি"। ঘটনাটা হচ্ছে, চৌধুরী সাহেব ঐ প্রজেকশান মিটিংয়ে ঘোষণা দেন যে পরে তিনি আরেকটা মিটিং আহবান করেছেন।

কিন্তু এটা প্রেসিডেন্ট অর্ডারের পরিপন্থী। আমি তখন বললাম, "বদ্দা, বিলাই এন গরি আরি ইন্দুর দরে দে, বোজা অনর দরহার নাই।" তাঁর উদারতার আরেকটি উদাহরণ দিই, রাউজান পাবলিক হলে অন্য একটি প্রজেকশান মিটিংয়ের পর তিনি আমাকে বললেন, "অবাই রেজাউল মুসলিম কলেজ পড়ুয়া ছেলে আমি পাই নি।" তবু তিনি তাদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ বিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি করেন। মুসলমানদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য চেতনা সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম হন। চট্টগ্রাম শহরে যখন তিনি মুসলিম লীগের কনভেনশন ডাকতেন, তখন শত শত, হাজার হাজার; লক্ষ লক্ষ কর্মী সারা চট্টগ্রাম থেকে এসে ভীড় জমাতো। আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম। এই লক্ষ জনতার ভিড়ে চৌধুরী সাহেবকে ঘোড়ায় চড়ে সিপাহ সালার হিসেবে দেখেছি

একবার মুসলিম লীগের কিছু নেতা-- কর্মী খান বাহাদুর আবদুল হক দোভাষের কাছে চাঁদার জন্য যায়। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বললেন, "ওবা মুসলিম লীগেরে বোত চাঁদা দিই, তোঁয়ারাত মুসলিম লীগরে চৈতাইত ন ফাইত্তা. লাইগগু। ফজল কাদের বলি এক পোয়া আইস্‌সি। তার যেন গন্দান, এন আবাজ। তোঁয়ারা মুসলিম লীগখান তার আতত তুলি দ'। তে চৈতাই দিব।" ফজলুল কাদের চৌধুরী যে খুব বড় মাপের একজন সংগঠক ছিলেন, আবদুল হক দোভাষের এ'কথা থেকে

সৎ এবং মহৎ রাজনৈতিক নেতা

◆ অধ্যক্ষ এ, এ, রেজাউল করিম চৌধুরী ◆

সৎ এবং মহৎ রাজনৈতিক নেতা

◆ অধ্যক্ষ এ, এ, রেজাউল করিম চৌধুরী ◆

দাওয়া সম্পর্কে জোরালো বক্তব্য রাখেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন উচ্চ পদে থাকাকালেও তিনি বিভিন্নভাবে দেশ ও দশের খেদমত করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন তিনি। পাকিস্তানের অখণ্ডতায় গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন তিনি। শেখ মুজিবর রহমান সাহেব তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দু'জনে একসময় পাকিস্তান আন্দোলনে নির্ভীক কর্মী ছিলেন।

জনাব চৌধুরীর জেলখানায় আকস্মিক মৃত্যুতে দেশের জনসাধারণ অত্যন্ত মর্মাহত হয়। লাখো লাখো লোক তাঁর জানাযায় শরীক হন। দেশের রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে জনাব চৌধুরীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

জনাব চৌধুরী উদার হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। ১৯৬৩ সালে উপ-নির্বাচনে আমি তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম। নির্বাচনে আমাকে পরাজিত করেও তিনি একটি চিঠি দিলেন আমাকে। চিঠিতে লিখলেন, "Although you have fought election with me. I still treat you as my younger brother. please write to me for any Position you desire" একই চিঠিতে তিনি আমাকে লিখলেন, "you deserve a seat in the parliament" কত বড় মহৎ উদার হৃদয়ের মানুষ হলে একথা লিখতে পারেন। রাউজান-রাঙ্গুনীয়া, বোয়ালখালী এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আমাদের নির্বাচনী এলাকা।

নির্বাচনের প্রজেকশন মিটিং হচ্ছিলো রাঙ্গুনীয়া কলেজ হলে। তখনকার দিনে একটা রেওয়াজ ছিল, একই প্রজেকশান মিটিংয়ে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীগণ বক্তৃতা করবেন। ভোটার ছিলেন বি, ডি, মেম্বাররা। আমি জনাব চৌধুরী সম্পর্কে কিছু শ্লেষাত্মক মন্তব্য করলে তিনি উঠে বলেন, Mr. Rezaul karim, you must remember that I'm the speaker of the national assembly" প্রত্যুত্তরে আমি বলি, "Mr. chowdhury. you are not only a speaker, but a loud speaker also"

অনুরূপ এক প্রজেকশান মিটিং হচ্ছিলো রাঙ্গামাটিতে। এই মিটিংয়ে জনাব চৌধুরী করিম, তুই ত আঁর রাউজানত Guest. তুই তোঁয়ার ব্যাক কর্মী লই আঁর বাড়িত হাইবা। তোঁয়ার দ'অত রইল।"

তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি হিন্দু-বিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িক ছিলেন, এটা সত্য নয়। হিন্দুদের তিনি অনেক উপকার করেছেন। অনেক নন মুসলিম তাঁর কাছে আশ্রয় পেয়েছেন, তাঁর সাহায্য পেয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, "যে মারে সেই তো জালেম, আর যে কাঁদে সে জালেম নয়।" হিন্দু সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী মুসলমানদের গালি দিয়েছে। আমরা তার প্রতিবাদ করছি পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিবাদকারী সাম্প্রদায়িক নয়। আজকের দিনে যখন নতুন করে সাম্প্রদায়িকতার রব উঠেছে, তখন তাঁর এ কথাটা মনে পড়ে যায়।

সে যুগে যাঁরা রাজনীতি করতেন তাঁরা ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির চাইতে জাতীয় সমৃদ্ধির প্রতি অধিক মনোযোগী ছিলেন। আজকের দিনের প্রেক্ষাপটে আমাদের অতীতের নেতৃবৃন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। জনাব চৌধুরীর মত এরকম সুষমামন্ডিত নেতা আমাদের দেশে বিরল। যেমন তাঁর সুদর্শন দৈহিক গঠন, তেমনি তাঁর বজ্রকণ্ঠ। মানুষকে অভিভূত করতো তাঁর ভাষণ। জনাব চৌধুরীর বক্তৃতায় রাজনৈতিক দর্শন প্রতিপক্ষের যুক্তি খন্ডন, তার সাথে হিউমার এবং রসের সংযোজনে তাঁর ভাষণ এককথায় আমরা এখনো ভুলতে পারি না তাঁর অনেক মন্তব্য এবং সতর্কবাণী এখন সত্য প্রমাণিত হচ্ছে দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের বেড়ে যায়। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিপক্ষ সম্পর্কে তিনি যাই বলুন এবং করুন না কেন, অন্তর তাঁর সমুদ্রের মত প্রশস্ত ছিল। তাঁর অন্তরসাগর থেকে বিদ্বেষের ঢেউ কোনদিন উঠতে দেখিনি। ইসলামী ঈমানী আদর্শে তিনি অটল- অচল ছিলেন এবং এ আদর্শের ধ্বজাকে তিনি আজীবন তুলে ধরেছেন।

জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী থাকাকালে তিনি দেখতে পান যে, মুসলিম সমাজ শিক্ষায় দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্য জায়গা-জমিতে অত্যন্ত অভাবগ্রস্থ ছিল। তিনি একদিন বলেছিলেন, "আফসোস! চট্টগ্রামে বহু গ্রাম আছে, যেখানে একজন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিনি সমগ্র দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ চেয়েছেন। আর তাঁর অঞ্চলকে কেউ অবহেলা করছে মনে হলে তিনি বাঘের ন্যায় ফুলে উঠতেন। কুমিল্লার মফিজউদ্দীন (পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী) চেয়েছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে নোয়াখালী-কুমিল্লা নিয়ে যেতে। জনাব চৌধুরীর প্রবল প্রতিরোধের মুখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হাতেগোনা কয়েকজন বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন। এরা হচ্ছেন মৌলভী ফরিদ আহমদ, শাহ আজিজুর রহমান, ফজলুল কাদের চৌধুরী। তাঁর ভাষণে থাকতো wit, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হিউমার, Deep sense of Patriotism এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য। অঙ্গভঙ্গি, রসালো উচ্চারণ, বলিষ্ঠ কণ্ঠ ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি জনতার নেতা ছিলেন, কিন্তু জনতার দ্বারা পরিচালিত হন নি। Leader এক কথা, Led আরেক কথা। massএর উন্মাদনার কাছে তিনি নত হননি। তিনি সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। mass এর উন্মাদনা এদেশীয় অমুসলিম সম্প্রদায় এবং ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রান্তে উজ্জীবিত। এটা ছিল বিরাট এক ষড়যন্ত্র। স্বাধীনতার জন্ম নিয়ে মুসলমানদের দ্বিধাবিভক্ত করে

দ্বিধাবিভক্ত করে বিভিন্নভাবে ভারতের দাসত্বে আবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী বৈষম্যকে বাহানা করে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে বাংলাদেশী মুসলমানেরা ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ এবং সম্প্রসারণবাদের আওতায় আবারোআসবে।

তিনি হিন্দু সামন্তবাদী জমিদারদের অত্যাচার দেখেছেন এবং সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটার আশংকায় পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার চেষ্টা করেছেন।

চট্টগ্রামে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর নেতৃত্বে উত্থান তাঁর মাধ্যমে হয়েছে। তাঁর আগে মুসলিম লীগের রাজনীতি ছিল বড়লোকদের বৈঠকখানায় সীমাবদ্ধ। তিনি মুসলিম লীগকে মাঠে-ময়দানে নিয়ে আসেন এবং জনগণের রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করেন।

আমরা এখন আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করি, আল্লাহ্পাক তাঁকে মাগফেরাত এনায়েতকরুন।